বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

# ২০২২-২৩ অর্থবছরের সেবা সহজিকরণ

## লাইসেন্স নবায়ন সহজিকরণ:

### ভূমিকা:

বাংলাদেশ টেলিভিশন কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন, ২০০৬ এবং কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও লাইসেন্সিং বিধিমালা ২০১০, দি ওয়ারলেস টেলিগ্রাফী অ্যাক্ট, ১৯৩৩ এবং দি টেলিভিশন রিসিভিং এ্যাপরেটাস (পজেশন এন্ড লাইসেন্সিং) রুলস্, ১৯৭০ অনুসরণে কেবল অপারেটর/ফিড অপারেটর, টেলিভিশন প্রস্তুতকারক/আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান/টেলিভিশন মেরামত/ক্রয়-বিক্রয়কারী/খুচরা যন্ত্রাংশ বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন করে থাকে। সেবা সহজিকরণের অংশ হিসেবে বিদ্যমান লাইসেন্স নবায়ন সহজিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

### বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা:

বাংলাদেশ টেলিভিশন হতে লাইসেন্স নবায়নের জন্য কেবল অপারেটর/ ফিড অপারেটর/ টেলিভিশন প্রস্তুতকারক/আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান/টেলিভিশন মেরামত/ক্রয়-বিক্রয়কারী/খুচরা যন্ত্রাংশ বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ প্রক্রিয়াকরণ ফি বাবদ প্রদত্ত অর্থ ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে জমা প্রদান করেন। আবেদনকারীর আবেদন ও কাগজপত্র জেলা প্রশাসন বরাবর প্রেরণ করা হয়। জেলা প্রশাসক হতে অনুকূল প্রতিবেদন প্রাপ্তির মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। তাছাড়া, লাইসেন্স ফি বাবদ প্রদত্ত ব্যাংক ড্রাফট ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা করা হয় যা বেশ সময় সাপেক্ষ। এক্ষেত্রে, নতুন লাইসেন্স প্রদান ও বিদ্যমান লাইসেন্স নবায়নে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়।

### উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা:

বাংলাদেশ টেলিভিশন বিভিন্ন কেবল অপারেটর/ফিড অপারেটর/টেলিভিশন প্রস্তুতকারক/আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান/টেলিভিশন মেরামত/ক্রয়-বিক্রয়কারী/খুচরা যন্ত্রাংশ বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে লাইসেন্স নবায়নের মাধ্যমে ফি বাবদ প্রতিবছর কয়েক কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়। বিদ্যমান লাইসেন্স নবায়নের জন্য প্রতি মাসে অসংখ্য আবেদন জমা হয়। উক্ত আবেদন যাচাই বাছাই শেষে মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয় যা বেশ সময় সাপেক্ষ। এছাড়া, প্রদত্ত লাইসেন্স ফি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে জমাকৃত অর্থ পুনরায় চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমার জন্যও সময় অতিবাহিত হয়। ফলে এ প্রক্রিয়ায় সহজিকরণ অবশ্যক।

### উদ্ভাবনের পরবর্তী সুবিধা:

বাংলাদেশ টেলিভিশনের সেবা প্রদান কার্যক্রমকে আধুনিক সময় সাশ্রয়ী ও সহজীকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান লাইসেন্স নবায়ন সহজিকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সময়সীমা হ্রাসের নতুন লাইসেন্স নবায়নের জন্য কন্ট্রোলার/লাইসেন্স ম্যানেজার মহোদয় কর্তৃক নথি অনুমোদন এবং ফি বাবদ জমাকৃত অর্থ ব্যাংক ড্রাফটের পরিবর্তে সরাসরি ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা নেয়া হচ্ছে। ফলে লাইসেন্স প্রদান/নবায়নের ক্ষেত্রে সময় ও বিড়ম্বনা উভয়ই হ্রাস পাবে এবং সেবা প্রদান কার্যক্রম আরো সহজতর হবে।

### মন্তব্য:

বাংলাদেশ টেলিভিশনের সেবা প্রদান কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বিদ্যমান লাইসেন্স নবায়ন করা হয়ে থাকে। সেবা সহজিকরণের অংশ হিসেবে লাইসেন্স নবায়ন পদ্ধতির সহজিকরণ করা হলে দাপ্তরিক কাজের গতিশীলতার পাশাপাশি সেবা প্রদান কার্যক্রম আরো সহজতর হবে।

মোঃ নাছিমুজ্জামান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

মোঃ সিরাজুল হক ভূঞা
উপপরিচালক (প্রশাসন)

বাংলাদেশ টেলিভিশন

## লাইসেন্স নবায়ন সহজিকরণ:

### পূর্বের অবস্থা

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ লাইসেন্স ফি বাবদ প্রদত্ত ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে বিটিভিতে প্রেরণ।

ভুল ঠিকানা ও পরিমাণ — সঠিক ঠিকানা ও পরিমাণ

সঠিক ব্যাংক ড্রাফট

সকল কাগজপত্রের সঠিকতা সাপেক্ষে মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন ও লাইসেন্স নবায়ন।

নির্দিষ্ট কোডে চালানের মাধ্যমে সরকারী অর্থ জমা প্রদান ও হিসাব সংরক্ষণ।

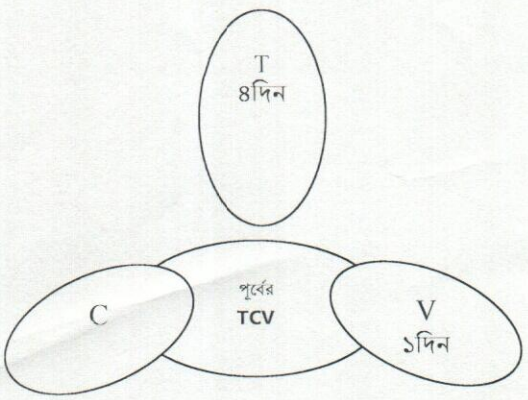




### বর্তমান অবস্থা

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ লাইসেন্স নবায়ন ফি চালানের মাধ্যমে প্রেরণ করত: তার কপি প্রেরণ।

ভুল ঠিকানা ও পরিমাণ — সঠিক ঠিকানা ও পরিমাণ

সঠিক চালান

সকল কাগজপত্রের সঠিকতা সাপেক্ষে কন্ট্রোলার/ লাইসেন্স ম্যানেজার এর অনুমোদন ও লাইসেন্স নবায়ন।

নির্দিষ্ট কোডে প্রেরণকৃত অর্থের হিসাব সংরক্ষণ।

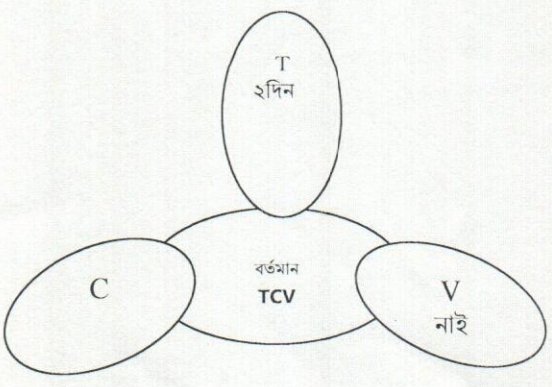




**ফলাফল:** লাইসেন্স নবায়ন পদ্ধতি সহজিকরণ করার ফলে দাপ্তরিক কাজের গতিশীলতার পাশাপাশি সেবা প্রদান কার্যক্রম আরো সহজতর হবে।

মোঃ নাহিদুজ্জামান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

মোঃ সিরাজুল হক ভূঞা
উপপরিচালক (প্রশাসন)

বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

# ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ডিজিটাইজেশন সেবা

## ওয়েবটিভি চালু:

**ভূমিকা:** বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠানসমূহ মূলত টেরিস্ট্রিয়াল ও স্যাটেলাইট এই দুই মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয়ে থাকে, যা দর্শকগণ টিভি সেটের মাধ্যমে উপভোগ করে থাকেন। ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির পরবর্তীতে বিটিভি ইন্টারনেট ও স্মার্ট মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী দর্শকের নিকট বিটিভির অনুষ্ঠান/সংবাদ পৌঁছে দিতে ইতোমধ্যে মোবাইল অ্যাপ ভিত্তিক সম্প্রচার কার্যক্রম চালু করেছে। যার মাধ্যমে দর্শকগণ স্মার্ট মোবাইল ফোন ব্যবহার করে খুব সহজেই বিটিভির অনুষ্ঠান সরাসরি উপভোগ করতে পারছেন। বিদ্যমান সেবাসমূহকে আরো সহজলভ্য করার লক্ষ্যে বিটিভির সম্প্রচার অন্যান্য মাধ্যমের পাশাপাশি ওয়েবসাইট-এ প্রচারের জন্য ওয়েবটিভি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ওয়েবটিভি চালু করা হলে টিভি সেট ছাড়াই ইন্টারনেট সুবিধাভোগী দর্শকগণ বিটিভির ওয়েবসাইটে প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহ সহজেই উপভোগ করতে পারবেন।

**পূর্বের অবস্থা:** সূচনালগ্নে বিটিভির অনুষ্ঠানসমূহ শুধুমাত্র টেরিস্ট্রিয়াল পদ্ধতিতে দেশের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত বিটিভির কেন্দ্র, উপকেন্দ্র/রিলেস্টেশনের মাধ্যমে দেশব্যাপি সম্প্রচার করা হতো। পরবর্তীতে, বিটিভি টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচারের পাশাপাশি স্যাটেলাইট এর মাধ্যমেও সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে। সাম্প্রতিক সময়ে ইন্টারনেট ভিত্তিক সেবাসমূহের জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ভ্রমণকালীন টেলিভিশন দেখা হতে বঞ্চিত দর্শকগণের কথা বিবেচনাপূর্বক বিটিভির মোবাইল অ্যাপস্ ভিত্তিক সম্প্রচার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও, কেবল অপারেটরদের অসহযোগিতা ও স্মার্ট মোবাইল সেট বা মোবাইল অ্যাপস্ না থাকার কারণে অনেকেই বিটিভির অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারেন না। ফলে, যে সকল দর্শকের টেলিভিশন বা স্মার্ট মোবাইল সেট নেই সেই সকল দর্শক বিটিভির অনুষ্ঠান ও প্রচার সূচি দেখা/জানার জন্য নিয়মিতভাবে বিটিভির ওয়েবসাইট পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিটিভির অনুষ্ঠান উপভোগ থেকে বঞ্চিত হন।

**উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা:** বিদ্যমান সেবাসমূহকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে বিটিভির সম্প্রচার কার্যক্রম অনলাইন ভিত্তিক করার উদ্যোগ গ্রহণ কারা হয়েছে। এ ছাড়াও, সকল দর্শকের নিকট টিভি সেট বা মোবাইল অ্যাপস্ ব্যবহারের সুযোগ না থাকায় বা ক্ষেত্র বিশেষে অনেকেই মোবাইলের মেমোরী স্বল্পতার কারণে অ্যাপস্ ইনস্টল থেকে বিরত থাকেন বিধায় ইন্টারনেট বা মোবাইল ব্যবহারকারী দর্শকদের বিটিভির অনুষ্ঠান উপভোগের বিষয়টি সহজ করার লক্ষ্যে বিটিভির প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহ ওয়েবটিভির মাধ্যমে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।

**উদ্ভাবনের পরবর্তী সুবিধা:** বাংলাদেশ টেলিভিশনের ওয়েবটিভি চালু করা হলে প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহ বিটিভির ইন্টারনেট সুবিধাভোগী দর্শকগণ টিভি সেট বা মোবাইল অ্যাপস্ ব্যবহার ছাড়াই শুধুমাত্র ইন্টানেট ব্যবহারের মাধ্যমে সহজেই উপভোগ করতে পারবেন। তাছাড়া, ওয়েবটিভির মাধ্যমে বিটিভির অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হলে অনুষ্ঠান উপভোগ করতে দর্শকদের পৃথকভাবে এন্টিনা/ডিশলাইনের সংযোগ গ্রহণের প্রয়োজন হবে না। ফলে, দর্শকগণ আর্থিকভাবে লাভবান হবেন এবং একইসাথে বিটিভির সম্প্রচার কার্যক্রম আরো স্মার্ট ও আধুনিক হবে এবং দর্শকপ্রিয়তা ও দর্শক উভয়ই বৃদ্ধি পাবে।

মোঃ নাহিমুজ্জামান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

মোঃ সিরাজুল হক ভূঞা
উপপরিচালক (প্রশাসন)

বাংলাদেশ টেলিভিশন

## ওয়েবটিভি চালু:

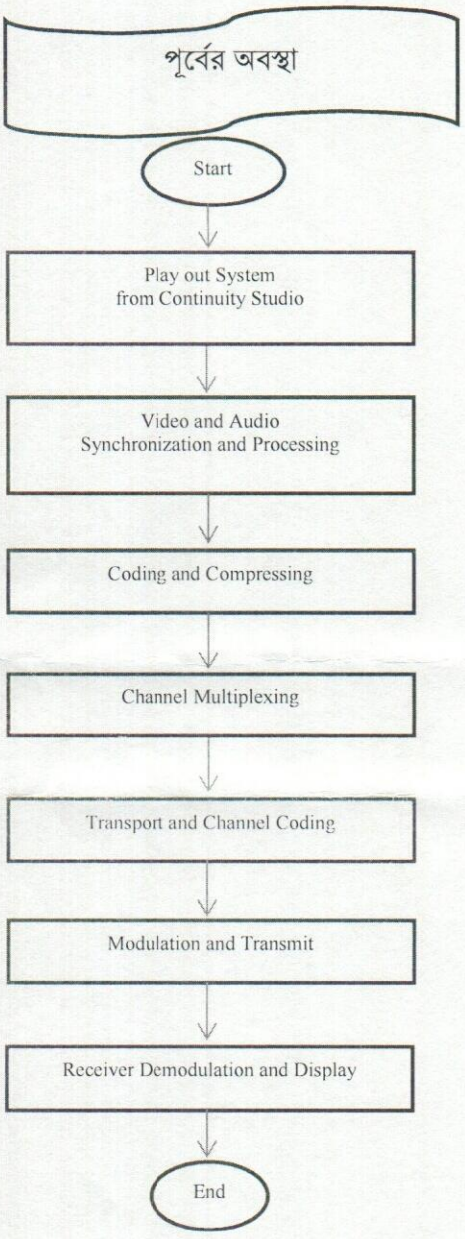


-টিভি সেট ছাড়া অনুষ্ঠান দেখা সম্ভব হতো না;
-ক্যাবল কানেকটিভিটি/এন্টেনার সংযোগ আবশ্যক ছিল;
-অনুষ্ঠান দেখার জন্য টিভি সেটের সামনে উপস্থিত হতে হতো।

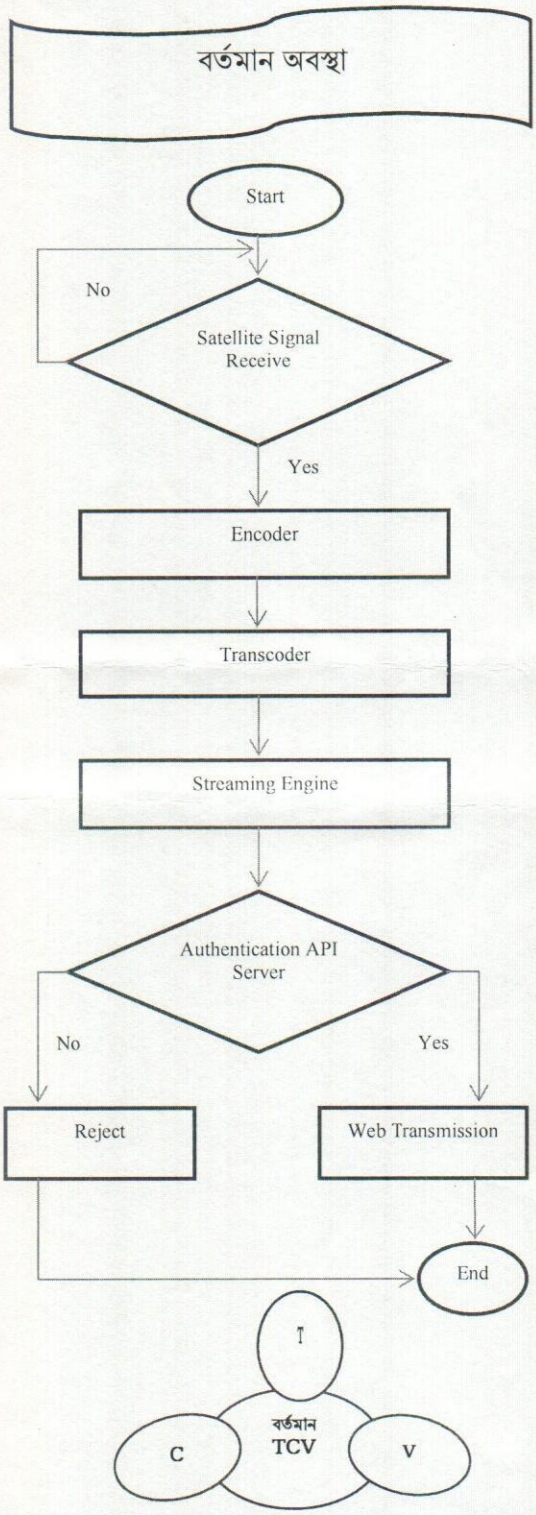


-যে কোন কম্পিউটার/স্মার্ট মোবাইলে অনুষ্ঠান দেখা যাবে;
-ক্যাবল কানেকটিভিটি/এন্টেনার সংযোগের প্রয়োজন হবে না;
-ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে যে কোন স্থানে বসেই অনুষ্ঠান দেখা যাবে।

**ফলাফল:** ডিজিটাল প্রযুক্তির সাথে তালমিলিয়ে বিটিভির অনুষ্ঠানসমূহ দর্শকের নিকট সহজে পৌঁছে দিতে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিটিভি প্রদর্শনের জন্য ওয়েবটিভি চালু সমসাময়িক পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে। এতেকরে বিটিভির অনুষ্ঠানসমূহ একদিকে যেমন দর্শকের নিকট পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে অন্যদিকে বিটিভির দর্শকপ্রিয়তা বৃদ্ধিপাবে।

মোঃ সাহিমুজ্জামান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

মোঃ সিরাজুল হক ভূঞা
উপপরিচালক (প্রশাসন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯
www.btv.gov.bd

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয়
ডায়েরী নং ২০৭৭ তারিখ ০৫/০৪/২৩

নং-১৫.৫৪.০০০০.০২১.০৬.০৬১.২২/ ৭৭২

তারিখ : ২১ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
০৪ ~~মার্চ~~ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২২-২৩ অর্থ বছরের গৃহীত সেবা সহজিকরণ ও ডিজিটাইজেশন সেবার ডকুমেন্টেশন ও প্রসেস ম্যাপ ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

উল্লিখিত বিষয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের গৃহীত সেবা সহজিকরণ ও ডিজিটাইজেশন সেবার ডকুমেন্টেশন ও প্রসেস ম্যাপ ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য নির্দেশক্রমে এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

০২। বিষয়টি অতীব জরুরি।

সংযুক্তি: ..এ৪.. পাতা।

৪/৪/২০২৩
(মো: নাছিমুজ্জামান)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
ফোন:৫৫১৩১১৮৭ (অফিস)

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা।

| সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয় | |
|---|---|
| সিস্টেম এনালিস্ট | ☐ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন |
| প্রোগ্রামার-১ | ☐ উপস্থাপন করুন |
| প্রোগ্রামার-২ | ☐ কথা বলুন |
| পিএ | ☐ তাগিদ দিন |
| | সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট |

০৭/৪/২৩

১৫৫/